যুগান্তর

তারিখ: 16 NOV 2015
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ২

এমপিও বৃত্তের বাইরে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

» আওতায় আনতে লাগবে বছরে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা

» নীতিমালা না মেনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান সাড়ে ৬ হাজার

মুসতাক আহমদ

সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা অনুযায়ী বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলায় হাইস্কুল ও মাদ্রাসা সর্বোচ্চ ২৯টি করে ৫৮টি এবং ৪টি করে মোট ৮টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসা থাকতে পারে। কারিগরি কলেজ থাকতে পারবে সর্বোচ্চ ২টি। কিন্তু এই উপজেলায় হাইস্কুলই আছে ৬৫টি। সাধারণ কলেজ আছে ৪টি ও কারিগরি কলেজ ৫টি। দাখিল মাদ্রাসা ৪৭টি আর আলিম মাদ্রাসা আছে ১০টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বাড়তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হয়েছে সরকারি বিধান লংঘন করে। শুধু তাই নয়, এগুলোর মধ্যে দু-চারটি ছাড়া বেশির ভাগই এমপিভুক্ত হয়েছে।

শুধু মোরেলগঞ্জই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে এভাবে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে খুলনা, বরিশাল এবং রাজশাহী বিভাগে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রাপ্যতার চেয়ে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৯ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে, এই তিন বিভাগে প্রাপ্যতার চেয়ে ৩ হাজার ১৬২টি স্কুল-কলেজ বেশি রয়েছে। এরপর প্রাপ্যতা নির্ণয়ের আর কোনো সমীক্ষা চালানো হয়নি। তবে বর্তমানে বাড়তি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে মনে করেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

বিধান অনুযায়ী প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি হাইস্কুল বা দাখিল মাদ্রাসা এবং প্রতি ৭৫ হাজারের জন্য একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ বা আলিম মাদ্রাসা থাকতে পারে। ভৌগোলিক দূরত্বের হিসাবে মফস্বল এলাকায় ৩ কিলোমিটারে একটি মাধ্যমিক স্তরের স্কুল বা মাদ্রাসা থাকবে। শহরে তা হবে ১ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে। কলেজ বা আলিম মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মফস্বলে ৬ এবং শহরে ২ কিলোমিটারের হিসাব প্রযোজ্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নীতিমালা মেনে স্থাপন না করায় অনেক স্কুল-মাদ্রাসা শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। আধা কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, 'নীতিমালা না মেনে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করায় অনেক স্থানেই শিক্ষার্থীর সংকট আছে। আমি পটুয়াখালী যাওয়ার পথে একটি স্কুল দেখে আকস্মিক ঢুকে পড়ি। দেখি একজন মাত্র ছাত্র বসে আছে। শিক্ষকদের বাইরে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

● এমপিওর দাবিতে ভাত থেকে কাফনের কাপড় পরে আন্দোলনে শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ১৬

বাইরে : ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই ক্লাসে কতজন ছাত্র আছে। তারা বললেন তিনজন। আমি বললাম, বাকি দু'জনকে ডেকে আনেন। আমি তাদের দেখতে চাই। কিন্তু তারা তখন নানা ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। এ রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে আরও আছে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এরা এমপিও নিয়েছে। ১০ জন ছাত্র অথচ ১২ জন শিক্ষককে আমরা এমপিও দেই। ১২ জনে মিলে এই ১০ জনকে পাস করাতে পারে না— এমন ঘটনাও আছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নেই এবং এমপিও দিচ্ছি তাদের ব্যাপারে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। আইনের অভাবে এখন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না। শিক্ষা আইন পাস হলে আমরা পদক্ষেপ নেব। তখন এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বিকল্প পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে এমপিও (বেতনের মাসিক অংশ) দেয়। এ খাতে বার্ষিক বরাদ্দ আছে ১১ হাজার ৮৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এই ব্যয় মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব বরাদ্দের প্রায় ৭৭ শতাংশ। এমপিও পায় না দেশে এমন আরও প্রায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার প্রতিষ্ঠান এমপিও পাওয়ার শর্ত পূরণ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও শাখার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এমপিও'র জন্য উপযুক্ত এমন সাড়ে ৩ হাজার প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দিতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বছরেই ব্যয় বাড়বে অন্তত সাড়ে ১৪শ' কোটি টাকা। সেই হিসাবে বৈধ-অবৈধ সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দিতে চাইলে ব্যয় বাড়বে আরও অন্তত সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ৭ হাজার ৫৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এমপিওবিহীন। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার বৈধ। বাকি সাড়ে ৩ হাজার প্রতিষ্ঠান সরকারের নীতিমালা মেনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বৈধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওই বছর জুনে ১ হাজার ৬২৫টিকে এমপিও দেয়া হয়। বৈধ হিসাবে এমপিওর দাবিদার বাকি থাকে আরও প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্টরা জানান, সেই হিসাবে বৈধ এবং অবৈধ— দুই ধরনের এমপিওবিহীনের সংখ্যা তখন পর্যন্ত ছিল প্রায় ৬ হাজার। ২০১০ সালের পরে জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি গণনা করে দেখা গেছে, ৫ বছরে জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা বেড়েছে এক হাজার ৪১১টি। এসএসসি পর্যায়ের স্কুল, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা বেড়েছে এক হাজার ৬১৬টি। এইচএসসি পর্যায়ের কলেজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা বেড়েছে এক হাজার ১০৩টি। এই ৪ হাজার ১৩০টিসহ বর্তমানে এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

তবে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ জানান, দেশে বর্তমানে ২ হাজার ৪১২টি জুনিয়র, ১৬ হাজার ৩১৯টি হাইস্কুল, ৩৯৮৫টি কলেজ এবং ৯৩৪১টি মাদ্রাসাসহ ৩২ হাজার ৫৭টি ইআইআইএনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমপিও পাচ্ছে ২৬ হাজার ৪৮টি। এর বাইরে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার এসএসসি-এইচএসসি পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ২ হাজার এমপিও পেয়ে থাকে। সরকারি হিসাবমতে, এমপিও পায় না এমন প্রতিষ্ঠান আছে সাড়ে ৭ হাজার।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাস্তব চাহিদার কারণে দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও এর কোনো কোনোটি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু বাস্তব চাহিদার কথা এবং এমপিও নেবে না— এই দুটি দিক বিবেচনা করে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই এসব দিক বিবেচনায় এমপিও পাওয়ার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজারের কিছু কমবেশি হবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দিতে যে টাকা প্রয়োজন তা আমাদের কাছে নেই। এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাত্র ৫৫ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। কিন্তু এই অর্থে কিছুই হবে না। যে কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে আমরা এমপিও দিতে পারছি না।

তিনি আরও বলেন, আমরা এমপিও দেয়ার লক্ষ্যে বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। নতুন বরাদ্দ না পেলে প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। 'বিকল্প' ব্যবস্থা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমপিও নিচ্ছে কিন্তু নীতিমালা পূরণ করছে না এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা প্রয়োজনে ওইসব প্রতিষ্ঠান এমপিও কেটে দেব। এভাবেও বিকল্প পদ্ধতিতে অর্থসংস্থান করা যাবে।

এদিকে এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে কতজন শিক্ষক-কর্মচারী নিযুক্ত আছেন সেই হিসাব সরকারের কোনো দফতর থেকে পাওয়া যায়নি। ব্যানবেইস পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ বলেন, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান আমরা করে থাকি। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার হিসাব পাওয়া অনেক জটিল। কেননা, একটি প্রতিষ্ঠান দশম শ্রেণী পর্যন্ত থাকতে পারে। কিন্তু সেটা জুনিয়র বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হতে পারে। এখন এই প্রতিষ্ঠানটি এমপিওবিহীন এবং এমপিওভুক্ত দুই ক্যাটাগরিতেই হিসাব করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকের সরল হিসাব কষা কঠিন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকারের ২০১০ সালের জনবল কাঠামো ও এমপিও নির্দেশিকা অনুযায়ী একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ৩৪ জন, ডিগ্রি কলেজে ৬২ জন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৭ জন, দাখিল মাদ্রাসায় ২০ জন, আলিম মাদ্রাসায় ২৯ জন, ফাজিল মাদ্রাসায় ৩৫ জন এবং কামিল মাদ্রাসায় ৩৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম রয়েছে। এই বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সংখ্যা বের করা সম্ভব।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে এমপিওর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সংগঠন নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ এশারত আলী বলেন, এমপিও পায় না এমন প্রতিষ্ঠান আছে ৮ হাজারের বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।